Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-2 Issue-2 January 2024
ISSN 2583-6706 (Online)

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শেলি সাহা

Link : https://bit.ly/3uesVbE

সারসংক্ষেপ : বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ লিখেছেন। শুধুমাত্র আধুনিক বাংলা সাহিত্য নয়, প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যও তাঁর আলোচনার বিষয়। তাঁর রচিত সমালোচনা সাহিত্যের পরিধি গভীর ও বিস্তৃত। তিনি বিষয়ের গভীরে পৌঁছে নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা করেছেন। যার ফলে তাঁর রচিত সমালোচনা সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অতি মূল্যবান সম্পদ। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থটিতে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে উপন্যাসের বিভিন্ন শ্রেণি যেমন, ঐতিহাসিক, সামাজিক, রোমান্সধর্মী, গার্হস্থ্য-জীবন-কাহিনি মূলক উপন্যাস ইত্যাদির আলোচনা করেছেন। বাংলা 'আঞ্চলিক উপন্যাসে'র আলোচনা তাঁর আলোচনা সাহিত্যকে অন্য মাত্রা দান করেছে। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক মহাশয় আঞ্চলিক উপন্যাসের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন তা আলোচনা করে সেক্ষেত্রে কয়েকজন নির্দিষ্ট ঔপন্যাসিকের উপন্যাসে এই বৈশিষ্ট্য কতটা প্রতিফলিত হয়েছে তা দেখানোর চেষ্টা করব।

সূচক শব্দ : আঞ্চলিক উপন্যাস, জীবন, জীবিকা, সমাজচিত্র

১

বাংলা উপন্যাসের সমালোচনামূলক যে বিখ্যাত গ্রন্থগুলি রয়েছে তার মধ্যে অতি মূল্যবান গ্রন্থ হলো অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (প্রথম প্রকাশ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্ত গ্রন্থে ভূমিকা-সহ মোট চব্বিশটি অধ্যায় বর্তমান। ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে 'সৃজ্যমান উপন্যাস-সাহিত্য' শিরোনামে প্রাবন্ধিক বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনায় বাংলা উপন্যাসের পাঁচজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিকের সাতটি উপন্যাসের আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের এই প্রাঞ্জল আলোচনা গ্রন্থটিকে অন্য মাত্রা প্রদান করেছে। 'আঞ্চলিক উপন্যাস' আলোচনা প্রসঙ্গে এই শ্রেণির উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য, দোষ-গুণ, সীমাবদ্ধ তা আলোচনা করে বাংলা সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের রূপরেখা কেমন হওয়া প্রয়োজন তা প্রাবন্ধিকের আলোচনায় পরিস্ফুটিত হয়েছে।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসকে 'বৃত্তিজীবনীমূলক' উপন্যাস বলে আখ্যায়িত করেছেন। উক্ত আলোচনা অংশে প্রাবন্ধিক মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬), সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' (১৯৫৭) ও 'বাঘিনী' (১৯৬০), অমল দাসগুপ্তের 'কারানগরী' (১৯৫৩), প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৭) ও 'সিন্ধুপারের পাখী' (১৯৫৯)।

আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা সূত্রে প্রাবন্ধিক বলেছেন, আঞ্চলিক সাহিত্যের একটা সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা পরিভাষা দেওয়া দুরূহ কর্ম। এর কারণ হিসেবে দেখিয়েছেন পরিবেশের প্রভাব। আমরা জানি কম-বেশি পরিবেশের প্রভাব সব মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। মানুষের আচার ব্যবহার এবং জীবনশৈলী অনেকটাই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। তথাপি কোন সাহিত্যে বা উপন্যাসে শুধুমাত্র পরিবেশের প্রভাব থাকলেই তাকে আঞ্চলিক সাহিত্য বা আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উপনিবেশ'-এর কথা বলেছেন তিনি। এই উপন্যাস দুটিতে আঞ্চলিক উপন্যাসের আভাস থাকলেও পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। এর কারণ এই শ্রেণির উপন্যাসে বিভিন্ন স্থানের মানুষ নিজ নিজ জীবনবোধ নিয়ে উপন্যাসে অংশ গ্রহণ করেছে এবং তার চিহ্ন রেখে গেছে। অর্থাৎ আঞ্চলিক সাহিত্যে ব্যক্তিজীবন নয়,

সেই অঞ্চলের পারিপার্শিকের প্রভাব আঞ্চলিক উপন্যাসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে কোনো উপন্যাসকে আঞ্চলিক উপন্যাসের মর্যাদা তখনই দেওয়া সম্ভব যখন — "যে সমস্ত প্রত্যন্তস্থিত, ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ডে ব্যক্তিজীবন গোষ্ঠীজীবনের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে কবলিত, যেখানে আদিম যুগোচিত বদ্ধমূল সংস্কার, সমষ্টিগত জীবনাদর্শ ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছার নির্মমভাবে কণ্ঠরোধ করিয়াছে, যেখানে ব্যক্তি পরিচয় অপেক্ষা কৌমশাসনই মানব-প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী, কেবল সেইখানেই আঞ্চলিক সাহিত্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে।"[১] এছাড়াও আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা সূত্রে প্রাবন্ধিক মহাশয় কতকগুলি সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। যেমন —

১। অপরিচয়ের রহস্যমণ্ডিত হতে হবে।
২। সুদূর ভৌগোলিক ব্যবধানে অবস্থিত কোন বিশেষ অঞ্চল হতে হবে।
৩। কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের জনসাধারণ, সামাজিক রীতি-নীতি, ও ধর্ম-বিশ্বাস-সংস্কারের চিত্র অঙ্কিত হবে।
৪। এক বিশেষ ধরণের 'বৃত্তিজীবীগোষ্ঠীর' এক বিশিষ্ট জীবনবোধের চিত্র প্রতিফলিত হবে।

আঞ্চলিক উপন্যাসে বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় একই মত পোষণ করেছেন — "আঞ্চলিকতা একটা আধার, সেই আধারে ধৃত জীবন-জাহ্নবীর জল লেখক আহরণ করবেন — এমনটাই বাঞ্ছনীয়। যদি দেখা যায় আধারটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সযত্নে অলংকৃত করতে গিয়ে হারিয়ে বসেছেন সব আধেয়টুকু — তবে তাকে বিড়ম্বিত প্রয়াস ছাড়া আর কিছু বলা যাবে না।"[২]

২

আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনার প্রারম্ভে প্রাবন্ধিক বলেছেন, বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন-কাহিনিকে অবলম্বন করে যে সমস্ত উপন্যাস লেখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল' ও 'বন কেটে বসতি'। এই উপন্যাস গুলির মধ্যে আছে বিপদ সঙ্কুল কাহিনির ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ের The Old Man and the sea-এর প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এখানে সমুদ্র ও মানবের সংগ্রামে মানবমহিমা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় প্রথমে এসেছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা। উক্ত উপন্যাস সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বলেছেন — "মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি —উপন্যাসউন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবিকান্বেষণরত মানুষের সংগ্রামের দিকটাকে গৌণ স্থান দিয়া তাহার গতিবিধির ত্বরিত অনিয়মিত ছন্দ ও ঘরোয়া জীবনের ছোটোখাটো দ্বন্দ্ব অতৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। ইহা ততটা নদীতে মাছ মারার কাহিনী নয় যতটা নদী হইতে গৃহ প্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয় সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।"[৩]— এর কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক দেখিয়েছেন পদ্মানদীতে নির্ভরশীল মাঝিদের বৃত্তিকেন্দ্রিক জীবন কাহিনিকে ছাপিয়ে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবন কাহিনি প্রাধান্য লাভ করেছে। মাঝিদের মন অস্থির হয়ে উঠেছে। ঘরের মায়া মমতা ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রার প্রবৃত্তি প্রতিফলিত হয়েছে। হোসেন মিয়ার ময়না দ্বীপ যেন পদ্মার মূল আকর্ষণকে অনেকটাই ম্লান করেছে। তাই নদী এখানে যেন বাস্তব সত্তার উপর অবস্থিত এক অর্ধ রূপক সত্তায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এরপর অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসটি এই শ্রেণির আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এই উপন্যাসের আলোচনায় প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য হলো — উপন্যাসটি 'জীবনবৃত্তিনির্ভর' উপন্যাসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। এই উপন্যাসে তিতাস নদীর তীরে বাস করা জেলে-সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার কথা বর্ণিত হয়েছে। একদিকে আছে তিতাস নদীর পাড়ে অবস্থিত মানুষের জীবিকার প্রাচুর্য, যেখানে তারা নিশ্চিন্ত হয়ে বসবাস করে, অন্যদিকে বিজয় নদীর তীরে বসবাসকারী ধীবরদের দুরবস্থার কথা। চারটি খণ্ডে বিভক্ত এই উপন্যাসে যেমন তাদের কর্মজীবনের কথা বলা হয়েছে, তেমনি সেই সম্প্রদায়ের রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণ ও জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই উপন্যাসের কাহিনি অংশ অধ্যাপক মহাশয় খুব সংক্ষেপে একটা রেখা চিত্রের মধ্য দিয়ে অঙ্কন করেছেন। প্রথম খণ্ডে কিশোরের সঙ্গে তার প্রেমিকার দেখা হয়েছে এবং উভয়ে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু গ্রামে পৌঁছানোর আগেই ডাকাতের দল কিশোরের স্ত্রী ও তার সঞ্চিত অর্থ অপহরণ করেছে, যার ফলে কিশোর উন্মাদ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে কিশোরের স্ত্রী নিজের পরিচয় লুকিয়ে ছেলে অনন্তকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে। অপরদিকে কিশোরের বন্ধু সুবল বাসন্তীকে বিয়ে করেছে এবং এক নৌকা দুর্ঘটনায় সুবল প্রাণ হারিয়েছে। এখানে এই দুই নারীর অন্তরঙ্গতা, তাদের জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কিশোর এবং তার স্ত্রী দুজনেই প্রাণ হারিয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে অনাথ বালক অনন্তকে নায়কত্বে প্রতিষ্ঠা হতে দেখা যায়। সেইসঙ্গে নতুন চাষিদের প্রসঙ্গ এসেছে। অনন্তের জীবনের কাহিনি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। অনন্তকে আশ্রয় দিয়েছে সুবলের বউ, পারিবারিক কলহের জন্য সেবন মালির পরিবারের

অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শেষে উচ্চশিক্ষার জন্য শহরে পাঠানো হয়েছে এবং সমাজ কল্যাণের কাজে যুক্ত হয়ে অনন্ত আর ফিরে আসেনি। চতুর্থ খণ্ডে সমাজের চিত্র ফুটে উঠেছে। প্রাবন্ধিক বলেছেন — "ইহাতে আমরা মালো সম্প্রদায়ের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আধুনিক চটুল ও বর্ণসংকর রুচি-আমোদের প্রভাবে উহার বিপর্যয় ও বিলুপ্তির একটি গভীর জীবনবোধসমৃদ্ধ পরিচয় পাই।"[৪] উপন্যাসে কিশোর, কিশোরের স্ত্রী ও তাদের সন্তান অনন্ত, বন্ধু সুবল ও তার স্ত্রী প্রমুখ চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে মালো সম্প্রদায়ের সামাজিক জীবনযাত্রা ও আঞ্চলিক রীতি-নীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন — "একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মিলিত ও সমষ্টিগত জীবনাবেগই উপন্যাসের আসল রসকেন্দ্র।"[৫] এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, এই উপন্যাসের গঠন দোষ-মুক্ত নয়। এর কারণ ঘটনা এককেন্দ্রিক নয়, চরিত্রগুলো বিভিন্ন পর্যায়ের, ঘটনার পরিণতি বিচ্ছিন্ন। কিন্তু উপন্যাসটি আগাগোড়া একটি ভাবসূত্রের দ্বারা গ্রথিত এবং চারটি খণ্ডে বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটলেও উপন্যাসে কোনো একটি বিশেষ চরিত্রের ক্রমবিকাশ সেভাবে দেখা যায়নি।

এরপর প্রাবন্ধিকের আলোচনায় তৃতীয় উপন্যাস হিসেবে আমরা সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটিকে পাই। উক্ত উপন্যাসে মৎসজীবী সমাজের বিভিন্ন অলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, জীবনযাত্রা, প্রতিনিয়ত সংগ্রামের পরিচয় পাই। Coleridgeএর The Ancient Mariner-এ 'জলচর মানুষদের' একইরূপ মানসপ্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। নিবারণ সাঁইদার একজন সমুদ্ররহস্যের তত্ত্বজ্ঞ। কিন্তু তিনিও জীবনসংগ্রামে মৃত্যুবরণ করেন। এরপর পাঁচু নতুন নেতা কিন্তু দাদার মতো অদম্য মনোবল নেই। কিন্তু ভাইপো বিলাস জেলেদের সামাজিক রীতি ও প্রথার প্রতি মৌখিক আনুগত্য থাকলেও ঐকান্তিক নিষ্ঠা নেই। হিমির সঙ্গে বিলাসের প্রণয়কাহিনিকে দেখানো হয়েছে। এই উপন্যাস সম্পর্কে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন — "একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার এরূপ নিখুঁত প্রতিচ্ছবি ও অন্তর্গূঢ় প্রেরণা বাংলা উপন্যাসে অন্যত্র দুর্লভ। লেখক শুধু উহাদের জীবনযাত্রার বহির্ঘটনাই বিচিত্র করেন নাই, উহাদের মুখের ভাষা, অন্তরের অর্ধস্ফুট চিন্তা ও আবেগের স্পন্দন, উহাদের জীবনবোধের সমস্ত প্রদোষান্ধকার অস্পষ্টতা ও রহস্যঘন নক্ষত্রদীপ্তি আমাদের নিকট অপূর্ব দক্ষতার সহিত উদঘাটিত করিয়াছেন। জেলেদের জীবনের সহিত তিনি এরূপ গভীরভাবে একাত্ম হইয়াছেন যে, নৌকা চালনা সংক্রান্ত সমস্ত পরিভাষা, নানা রকমের ঢেউয়ের স্বরূপ ও সংজ্ঞা, যাহার উল্লেখ ভদ্র সাহিত্যে পাওয়া যায় না, তাহাও তিনি অবলীলাক্রমে আয়ত্ত ও যথাযোগ্যভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন।"[৬]

আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে প্রাবন্ধিকের চতুর্থ আলোচিত উপন্যাস হলো সমরেশ বসুর 'বাঘিনী'। তাঁর 'গঙ্গা' উপন্যাসে মৎস্যজীবী মানুষের জীবনচিত্র যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি 'বাঘিনী' উপন্যাসে এক বাগদি মেয়ের বাঘিনী হয়ে উঠার কথাই মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। এখানে জীবিকা হিসেবে দেখানো হয়েছে মদের চোরাই কারবারিদের বে-আইনীভাবে মদের চালান করার কৌশল বের করা ও মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া ইত্যাদির বিবরণ। এই উপন্যাসে ব্রাহ্মণ সন্তান চিরঞ্জীব ও বাগদি মেয়ে দুর্গার প্রণয়কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক লিখেছেন উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অতিরঞ্জন। এই প্রসঙ্গে নায়ক চিরঞ্জীব চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে প্রাবন্ধিক লিখেছেন, নায়কের চরিত্রে সংযম ও আত্মসমর্পণ অনাবশ্যকভাবে দেখা দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন —"সমস্ত ব্যাপার গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত কেমন একটা অসংগতিদুষ্ট ও অতিরিক্ত প্যাঁচ-কষার বিপরীত প্রতিক্রিয়ারূপে আলগা মনে হয়।"[৭]

সমরেশ বসুর দুটি উপন্যাসের আলোচনার পর পঞ্চম উপন্যাস হিসেবে অমল দাসগুপ্তের'কারানগরী'আলোচনায় স্থান পেয়েছে। পূর্ববর্তী বাঘিনী উপন্যাসের আলোচনায় যেমন বাগদি সমাজের কথা ছিল, 'কারানগরী' উপন্যাসে রয়েছে সাঁওতাল জনজাতির কথা। প্রাবন্ধিকের মতে এই উপন্যাসে কোন ধারাবাহিক কাহিনি নেই, আছে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন খণ্ডচিত্র। এবং এই চিত্রের মধ্য দিয়ে এই শিল্পনগরীর অন্তঃপ্রকৃতি ও স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে। এই শহরের ভেতরে যে ব্যাধি লুকিয়ে আছে, সেই অন্তর্জীর্ণতা ফুটিয়ে তুলেছেন। যন্ত্রশিল্পপ্রতিষ্ঠান আধুনিক সমাজে সমৃদ্ধির প্রধান স্রষ্টা রূপে অভিনন্দিত। কিন্তু এই যন্ত্র মানবিকতাকে অবমাননা করে, সহৃদয়তা ও ন্যায়নিষ্ঠাকে অস্বীকার করে। যা স্বাধীনতা উত্তর যুগের অভিশাপ। নগর বিন্যাসের কথা খুব সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু ধীরে ধীরে এর স্বরূপ উদ্ঘাটন হয়েছে। এই নগরের ভিত্তিস্থাপনের সময় সাঁওতাল অধিবাসীদের বাস্তুচ্যুতি করা হয় এবং তাদের প্রতিবাদের ক্ষীণ চিত্রও প্রতিফলিত করা হয়। বিরূপাক্ষ, অনন্ত ইত্যাদি চরিত্রের মধ্য দিয়ে গ্রামজীবনের কয়েকটি চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরা হয়, যারা এই যন্ত্রদানবের কুক্ষিগত হয়ে পড়েছে। এছাড়া এই যন্ত্র কী করে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক ব্যাহত করে তারও একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। শেষে লেখক শ্রমিক আন্দোলন এবং কর্তৃপক্ষদের তা নিরোধ করার চেষ্টা দেখানো হয়েছে। যার ফলে ঘটনা গতানুগতিক হয়ে গেছে। এই শেষের পরিচ্ছেদে মৌলিকতা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। শিল্পীসুলভ নিরপেক্ষতার প্রতিও কিছুটা সংশয় দেখা গেছে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনার পরিশেষে প্রফুল্ল রায়ের দুটি আঞ্চলিক উপন্যাস 'পূর্বপার্বতী' ও 'সিন্ধুপারের পাখী' আলোচনা করেছেন। প্রথম উপন্যাসে যেমন রয়েছে নাগা জনগোষ্ঠীর কথা তেমনি দ্বিতীয় উপন্যাসে রয়েছে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কারাগারে বন্দীদের জীবনকথা। প্রাবন্ধিকের মতে 'পূর্বপার্বতী' বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে ভারতের পূর্ব-সীমান্তের অধিবাসী পার্বত্য প্রদেশের নানা উপজাতির মধ্যে একটি উপজাতির কাহিনি নিয়ে লেখা হয়েছে। লেখক আশ্চর্য কল্পনাশক্তির দ্বারা এই জনগোষ্ঠীর জীবনচিত্রটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নাগা জাতির বর্বরতা, সমাজানুগত্য, অতিপ্রাকৃত সংস্কার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় ফুটে উঠেছে। যাকে প্রাবন্ধিক স্কটলন্ড ও ইংলন্ডের সীমান্ত প্রদেশের গোষ্ঠী বিরোধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই সমাজের সমস্ত খুঁটিনাটি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুই তরুণ তরুণী সেঙাই ও মেহেলীর প্রণয়ে কথা এসেছে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রেমের বিচ্ছেদ হয়েছে এবং তাদের প্রণয় জীবন ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। তাদের জীবনের এই পরিবর্তন ঘটেছে বহিঃশক্তির অনুপ্রবেশে। নাগাজাতির কয়েকজন ব্যক্তি কোহিমা এবং শিলং-এ গিয়ে ইংরেজি শিক্ষায় প্রাথমিক ভাবে শিক্ষিত হয়েছে যার ফলে তাদের সমাজের চিরাচরিত সমাজবিধি লঙ্ঘন করতে চেষ্টা করেছে।

প্রফুল্ল রায়ের দ্বিতীয় আঞ্চলিক উপন্যাস 'সিন্ধুপারের পাখী' আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে কারাগারে বন্দীদের জীবনকাহিনি। সেই বন্দীরা কীভাবে তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছিল সেই চিত্রই হয়েছে। এর বিষয় বস্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায় পড়ে না। এই উপন্যাসে আন্দামানের ভৌগোলিক বর্ণনা ও প্রতিবেশ চিত্র থাকলেও বন্দীরা ভারত ও ব্রহ্ম দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে। আর এই বন্দীরাই এই উপন্যাসের পরিবেশ রচনা করেছে। "সুতরাং ইহা প্রকৃতপক্ষে দেশ হইতে নির্বাসিত রাজদণ্ডভোগী বন্দিদেরই কাহিনী।"[৮] এই উপন্যাসের ঘটনা স্রোতে বিভিন্ন জনের কাহিনি উঠে এসেছে। তাদের মধ্যে সোনিয়ার প্রতি লখাই ও চানুসিংহের মোহময় আকর্ষণ, জাজিরুদ্দিনের সঙ্গে বিরসার দ্বন্দ্বযুদ্ধ, বন্দা নওয়াজ খাঁ-এর কাহিনি ইত্যাদি। এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র লখাই। লখাই চরিত্রটিকে লেখক অনেকটা বিস্তারিত ভাবে চিত্রিত করেছেন এবং তার নৈতিক পুনর্বাসনের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই উপন্যাসে আন্দামানের বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা আছে কিন্তু 'মানব চরিত্রের সহিত সূক্ষ্মসংগতিময় রূপবৈচিত্র্যের অভাব।'

৩
আমাদের মন্তব্য

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝা যায় কোন্‌টি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস এবং কোন্‌টি সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস নয়। আলোচনা অংশে কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি সার্থকতা লাভ করেছে এবং কোন্ কোন্ দিক দিয়ে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে পরিগণিত হওয়ার পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সমস্ত ঔপন্যাসিকের উপন্যাসের একটি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ আলোচনার সার্থক নির্দেশমালা প্রাবন্ধিকের 'আঞ্চলিক উপন্যাস' আলোচনা অংশটি। বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর এই মূল্যবান আলোচনা অংশটি আদর্শ পাঠকের কাছে একটি পথপ্রদর্শক বলা যায়।

উক্ত আলোচনা অংশে বিংশ শতাব্দীর চারের দশকের প্রথম আঞ্চলিক উপন্যাসের স্রষ্টা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের ছয়ের দশকের প্রফুল্ল রায়ের আঞ্চলিক উপন্যাস অবধি বিস্তার লাভ করেছে। প্রথমে আসা যাক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কথা প্রসঙ্গে। উক্ত উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যের সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস রূপে মর্যাদা লাভ করার ক্ষেত্রে কোথায় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একটি সুন্দর আলোচনার মধ্যে পরিবেশিত করেছেন। উপন্যাসে দেখা যায়, একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান, একটি বিশেষ পেশাজীবী মানুষের কথা রয়েছে। একটি বিশেষ উপভাষার ব্যবহারও রয়েছে। তথাপি এর প্রধান ত্রুটি হিসেবে প্রাবন্ধিক বলেছেন — "পদ্মা নদীর মাঝি — উপন্যাসউন্মত্ত তরঙ্গোচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবিকান্বেষণরত মানুষের সংগ্রামের দিকটাকে গৌণ স্থান দিয়া তাহার গতিবিধির ত্বরিত অনিয়মিত ছন্দ ও ঘরোয়া জীবনের ছোটোখাটো দ্বন্দ্ব অতৃপ্তিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। ইহা ততটা নদীতে মাছ মারার কাহিনী নয় যতটা নদী হইতে গৃহ প্রত্যাগত ধীবরের গার্হস্থ্য জীবন ও হৃদয় সমস্যার অশান্ত আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক বিবরণ।"[৯]

এই একই বিষয় আমরা বিশিষ্ট সমালোচক গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর লেখায় দেখতে পাই — "বস্তুত, উপন্যাসের মধ্যে প্রবেশ করলে অনুভব করা যায় যে, এই উপন্যাসে পদ্মানদীর তীরভূমিকে ছুঁইয়ে যে জীবনকথা বিন্যস্ত হয়েছে, তা একাধারে গোষ্ঠী ও ব্যক্তি উভয়েরই। উপন্যাসের প্রথমদিকে তা মুখ্যত গোষ্ঠীজীবনাশ্রিত, পরে ক্রমশ উন্মোচিত হয়েছে ব্যক্তির গূঢ় জীবনরহস্যতার প্রবল কামনা ও তজ্জনিত নৈতিক চেতনায় আক্রান্ত দ্বন্দ্ব-ক্ষুব্ধ সত্তা।"[১০] ড. দেবেশকুমার আচার্য 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইয়ে একই কথা বলেছেন — "তাঁর 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসটি একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক উপন্যাস। অবশ্য এঁকে পুরোপুরি আঞ্চলিক উপন্যাস বলা যায় না। কারণ গোষ্ঠীজীবন অপেক্ষা ব্যক্তিজীবনই প্রাধান্য লাভ করেছে।"[১১] সমালোচক ড. ফাল্গুনী ভট্টাচার্য

বলেছেন — "তবু লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সচেতন ভাবেই উপন্যাসটিকে নিছক 'আঞ্চলিক' করতে চাননি। যে অর্থে তারাশঙ্কর তাঁর রাঢ়বঙ্গের জনজীবনকে বা শৈলজানন্দ কয়লা কুঠির দেশকে বিস্তৃতভাবে নিয়ে আসেন ততটা documentation এই 'পদ্মানদীর মাঝি'তে নেই। গোষ্ঠীজীবন ও লোকজীবনের স্বভাবকে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে অত্যন্ত সংযত ও সংক্ষিপ্তির সঙ্গে বলে নিয়েছেন। তারপর তিনি গোষ্ঠী চেতনা কমিয়ে ডুব দিয়েছেন ব্যক্তি চরিত্রের মধ্যে।"[১২] মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনার মুখ্য বিষয় মানুষ। সেইজন্য তিনি জীবনের বর্ণনা বহুল মুহূর্তগুলোকে পরিহার করতে চান। তিনি মানুষের চৈতন্যের গভীরতর প্রশ্নকে ধরার পক্ষপাতী।[১৩] অলোক রায় সম্পাদিত,'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য' বইটিতে দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "পদ্মানদীর মাঝিতে সেখানকার মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে ওই নদীরই প্রভাবে। নদীর অস্থিরতা ও বেগ ওই সম্প্রদায়ের জীবনে যাযাবরত্ব ও গতি এনে দিয়েছে। তথাপি এখানে গোষ্ঠী চেতনা প্রবল হতে পারেনি।"[১৪] 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখতে পাই পরবর্তী সমালোচকেরা এই একই কথা বলেছেন। প্রাবন্ধিক এখানে পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন।

অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের আলোচনায় প্রাবন্ধিক উপন্যাসটিকে 'বৃত্তিমূলক উপন্যাসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ' বলেছেন। এর কারণ এই উপন্যাসে আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন মালো সম্প্রদায়ের জীবনচিত্র, সেই সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা, তাঁর আলোচনায় এসেছে জেলে সম্প্রদায়ের মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে তাদের জীবনসংগ্রামের কথা, সেইসঙ্গে তিনি মালো সম্প্রদায়ের মানুষের রীতি-নীতি ও সমাজের চিত্র, পূজা-পার্বণ উৎসব-সংস্কৃতির চিত্র, গ্রামবাংলার অবক্ষয়ের কথা, ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। আর এই সমস্ত কাহিনি একটি অঞ্চল অর্থাৎ তিতাস নদীর তীরে অবস্থিত মানুষের কথাকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে। যেমন, প্রাবন্ধিকের লেখা একটি লাইনের মধ্য দিয়ে এঁদের জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটে উঠেছে — "অনন্তর মার জীবিকার্জনের জন্য কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্য দিয়া মালো সম্প্রদায়ের গ্রাম সমাজের ও বিশিষ্ট জীবনচর্চার সুন্দর পরিচয় মিলে।"[১৫] 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "তিতাসের মন্থর স্রোতের পাশে পাশে উদাসীন মালোপাড়ার জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু জড়িত জীবিকার ছবিকে কাব্যময় ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন অদ্বৈতবাবু। তিতাসের স্রোতের মতোই ভাষাতেও এসেছে একটা মৃদু সংগীত-জীবনের মৃদু এবং মেদুর, সুখ এবং দুঃখ কে ধরেছে ধ্বনিত করেছে অসীম নীল আকাশের অঙ্কশায়ী নদীর অস্পষ্ট তট এবং চিরন্তন তরঙ্গ কল্লোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। অথচ ব্যক্তির বিকাশের সূত্রকে লঙ্ঘন করেও তিতাস নদীর মালোদের কাহিনী ডকুমেন্টারি আলেখ্য রূপান্তরিত হয় নি। বলা হয়েছে বইখানি যেন নদীর পাঁচালী হয়ে উঠেছে। লেখক যেন এখানে কোন ব্যক্তির কাহিনীকে ধারণ করতে চান না।"[১৬]

পরবর্তী উপন্যাস সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' উপন্যাসটিকেও তিনি একটি বিশেষ অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নিঁখুত প্রতিচ্ছবি বলেছেন। এর কারণ এই উপন্যাসে আছে সেই অঞ্চলের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা, তাদের অন্তরের কথা, তাদের আবেগ, মুখের ভাষা। লেখক এই অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে এমন ভাবে একাত্মতা লাভ করেছেন যে তিনি নৌকা চালানোর জন্য তাদের পরিভাষা যেমন শিখে নিয়েছেন তেমনি বিভিন্ন ঢেউ এর স্বরূপ ও সংজ্ঞা তিনি শিখেছেন, যার পরিচয় উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। এই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই আঞ্চলিক উপন্যাস হিসাবে সার্থকতা লাভ করেছেন।

'গঙ্গা' উপন্যাসের আলোচনায় আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেছেন — "সমরেশ বসুর 'গঙ্গা' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের 'তিতাস একটি নদীর নাম' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস। 'পদ্মা নদীর মাঝি'র মতোই 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাসে মানুষের জীবন নদীসূত্রে অদৃষ্টের সঙ্গে গ্রথিত। আর 'গঙ্গা'য় মূল চেতনা নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ। আঞ্চলিক উপন্যাসের সব শর্ত এ দুটিতে পালিত।"[১৭] ড. দেবেশকুমার আচার্য "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস" বইতে সমরেশ বসুর'গঙ্গা' সম্পর্কে বলেছেন — "আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে তাঁর 'গঙ্গা' উল্লেখযোগ্য। মৎস্যজীবীদের মাছধরার একটি বিশেষ মরসুমী যাওয়াআসাকে কেন্দ্র করেই কাহিনি গড়ে উঠেছে। গঙ্গার তীব্র চলিষ্ণু জলধারার পটভূমিতে শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রাম, সহিষ্ণুতা এবং জীবনপিপাসার অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'গঙ্গা'য়।"[১৮] সমালোচক জহর সেন মজুমদার 'উপন্যাস সময় সমাজ সংকট' গ্রন্থে 'গঙ্গা' উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন — "সমগ্র উপন্যাসে, মাছমারা তথা মৎসজীবীদের আগ্রাসী জীবনযুদ্ধের ইতিহাস বর্ণনা করেছেন লেখক বিলাস নামক চরিত্রের সুদৃঢ় উপস্থিতিকে সম্বল করেই এবং বিলাসও কোনও একক বা আলাদা চরিত্র নয় — সমস্ত মাছমারা পুরুষদের মন ও মনোবল দ্বারা সংগঠিত সে। একই অর্থে এই উপন্যাস বিলাসের স্বপ্ন ও বাস্তবের অচ্ছেদ্যতায় প্রতিষ্ঠিত সমুদ্রযাত্রার উপন্যাস। যাকে আমরা বলতে পারি গঙ্গানির্ভর প্রান্তিক জীবন-সন্ধানী, রক্ত-ঘাম-স্বপ্নের বর্ণসন্ধানী এবং আঞ্চলিক অভিযাত্রা-সহ সামগ্রিক আশ্রয় সন্ধানী বৃহৎ জীবনযাত্রার উপন্যাস।"[১৯]

কিন্তু সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' উপন্যাসে আমরা পূর্ববর্তী উপন্যাস 'গঙ্গা'র মতো সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই না। এখানে প্রাবন্ধিক চোরাকারবারীদের বেআইনি মদ চালানের কাহিনির উল্লেখ করেছেন এবং 'বাঘিনী' উপন্যাসটিকে প্রাবন্ধিক আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে রেখেছেন ঠিকই কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য প্রাবন্ধিকের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে তেমনভাবে প্রতিফলিত হয়নি। বাগদি মেয়ে দুর্গার আলোচনা থাকলেও বাগদি সমাজের চিত্র নেই বলা চলে। সমরেশ বসুর 'বাঘিনী' সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাস কিনা এই আলোচনার থেকে সরে এসে দুর্গা যথার্থ বাঘিনী হতে পেরেছে কিনা তা-ই আলোচনা করা হয়েছে। প্রাবন্ধিকের ভাষায় — "মোট কথা নায়িকার বাঘিনী পরিচয় ঠিক সুপ্রযুক্ত ও চরিত্রমহিমা দ্বারা সমর্থিত ঠেকে না। সমস্ত বন্য জন্তুই বাঘ হয় না ও বাগদি পাড়ার বাঘিনী বৃহত্তর জীবন-পটভূমিকায় বাঘের সগোত্রীয়া বলিয়া প্রতিভাত হয় না।"[২০]

প্রাবন্ধিকের আলোচনায় অমল দাসগুপ্তের 'কারানগরী' উপন্যাসে নগরের কথা এসেছে, যন্ত্রের কথা এসেছে। যে যন্ত্র আধুনিক সমাজের প্রগতির ধারক ও বাহক, সেই যন্ত্রই মানবিকতার চরম অবমাননা করেছে। অধ্যাপক মহাশয়ের আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই চিত্রই প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এই যন্ত্রের প্রভাবে সেই এলাকার আদিম সাঁওতাল অধিবাসীদের বাস্তু-উচ্ছেদের ঘটনার উল্লেখ রয়েছে কিন্তু এই সাঁওতাল অধিবাসীদের কেন্দ্র করে আলোচনা এগিয়ে যায়নি, এখানে ফুটে উঠেছে আধুনিক সমাজের মানুষের অমানবিকতার ছবি। কিন্তু এই সাঁওতাল জনজাতি কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী অর্থাৎ এই উপন্যাসের পটভূমির উল্লেখ প্রাবন্ধিকের আলোচনায় দেখা যায় না। আঞ্চলিক উপন্যাস সম্পর্কে তিনি বলেছেন কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের প্রভাব থাকতে হবে। কিন্তু প্রাবন্ধিকের আলোচনায় সেই অঞ্চলের উল্লেখ নেই। তাদের জীবিকা, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি আঞ্চলিক উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলো অধ্যাপক মহাশয়ের আলোচনার স্বল্প পরিসরে ফুটে ওঠেনি। যার ফলে তিনি কী জন্য এই উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাসের পর্যায়ে রেখে আলোচনা করলেন সেই বিষয়টি আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়।

সাম্প্রতিককালে লিখিত কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিকতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেয়েছেন। তার মধ্যে দুটি উপন্যাস হলো প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্ব পার্বতী' ও 'সিন্ধুপারের পাখী'। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — "ইহাদের মধ্যে 'পূর্ব পার্বতী' বিশুদ্ধ আঞ্চলিক উপন্যাসের সংজ্ঞা সর্বতোভাবে পূরণ করে।"[২১] লেখকের বর্ণনাশক্তি, অনুভবশক্তি এবং ঘটনা পরম্পরার সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিবরণে 'পূর্ব পার্বতী' উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে আঞ্চলিক উপন্যাসের সার্থক উদাহরণ। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন — "নাগাসমাজের নানাবিধ রীতি-প্রথা, উৎসব, অতিপ্রাকৃত সংস্কার ও পাপ-পুণ্য-ন্যায়-অন্যায়-মূলক জীবননীতির এক মনোজ্ঞ, তথ্যবহুল ও বাস্তব জীবনচর্চার সহিত দৃঢ়সংলগ্ন বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।"[২২]

বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের শেষাংশে আলোচিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের 'সিন্ধুপারের পাখী'। উপন্যাসটির মূল বিষয় হলো আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত কারাবন্দী মানুষের জীবন কাহিনি। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'সিন্ধুপারের পাখী' উপন্যাসটি বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাসের শ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত করা যায় না। এর কারণ হিসেবে প্রাবন্ধিক জানিয়েছেন এখানে ভৌগলিক পরিবেশের বহুল বর্ণনা আছে ঠিকই। কিন্তু ভারত ও ব্রহ্ম দেশের বিভিন্ন 'রাজদণ্ডভোগী বন্দিদের' কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে। নানারকম জেলের কঠোর আইন, বিধি নিষেধ ও অত্যাচারের কাহিনি লিপিবদ্ধ হয়েছে। উক্ত উপন্যাসে রাজবন্দীদের জীবন কাহিনি ও ভৌগোলিক পরিবেশের উল্লেখ থাকলেও কোনো আঞ্চলিক বৃত্তিজীবী, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সামাজিক রীতি-নীতি ও ধর্মীয় সংস্কার সেভাবে উল্লেখ নেই।

প্রাবন্ধিক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনায় যে কয়েকজন ঔপন্যাসিক ও উপন্যাস স্থান পেয়েছে, পরবর্তীকালে বাংলা সমালোচনামূলক গ্রন্থে এই নির্দিষ্ট উপন্যাসের বাইরেও সমকালীন আরো কয়েকটি বাংলা উপন্যাস জায়গা করে নিয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১)। প্রাবন্ধিকের এই আলোচনায় এই দুটি উপন্যাস যদি স্থান পেত তাহলে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দ্বারা পাঠক সমাজ বহুলাংশে উপকৃত হতো। কিন্তু শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আঞ্চলিক উপন্যাসের আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুটি উপন্যাসকে কেন এড়িয়ে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটি 'বঙ্গ সাহিত্যের উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে রোমান্সপ্রধান উপন্যাস হিসেবে। আঞ্চলিক উপন্যাস হিসেবে এর উল্লেখ আমরা দেখতে পাই না। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় খুব কম কথায় কয়েকটি মাত্র উপন্যাসের প্রসঙ্গ এনে আঞ্চলিক উপন্যাসের স্বরূপ যেমন আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন তেমনি আবার ঐ স্বল্প কয়েকটি উপন্যাসের যথাযথ আলোচনা করে আঞ্চলিক উপন্যাসের সমালোচনার প্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন।

তথ্যসূত্র :

১। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬-১৭, পৃষ্ঠা ৪১২ (অতঃপর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' নামে উল্লিখিত)
২। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১, পৃ. ৩২১ (অতঃপর 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর' নামে উল্লিখিত)
৩। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১২
৪। ওই, পৃ. ৪১৩
৫। ওই,পৃ. ৪১৪
৬। ওই,পৃ. ৪১৫
৭। ওই,পৃ. ৪১৫
৮। ওই,পৃ. ৪১৮
৯। ওই,পৃ. ৪১২
১০। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি', গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৮, পৃ. ৮০
১১। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ২য়', ড. দেবেশকুমার আচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯, পঞ্চম মুদ্রণ অগস্ট ২০১৬, পৃষ্ঠা ৬০৮ (অতঃপর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ২য়' নামে উল্লিখিত)
১২। 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি বিষয় ও আঙ্গিক বিবেচনা', ড. ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ১৪২০, পৃ. ৬৫
১৩। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৭৩
১৪। 'সাহিত্যকোষ : কথাসাহিত্য', অলোক রায় সম্পাদিত, সাহিত্যলোক, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, পৃ. ১২
১৫। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১৩
১৬। 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৩২২
১৭। 'কালের প্রতিমা', অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পৃ. ২৪৬
১৮। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ২য়', ড. দেবেশকুমার আচার্য, পৃ. ৬৭০
১৯। 'উপন্যাস সময় সমাজ সংকট', জহর সেন মজুমদার, বুকস স্পেস, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০১০, পৃ. ১৬৪
২০। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪১৬
২১। ওই, পৃ. ৪১৬
২২। ওই,পৃ. ৪১৭

গ্রন্থ ঋণ :

আকর গ্রন্থ :

১। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, পুনর্মুদ্রণ ২০১৬-১৭

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩
২। অলোক রায় সম্পাদিত, 'সাহিত্যকোষ কথাসাহিত্য', সাহিত্যলোক, ৫৭এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬
৩। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনদৃষ্টি ও শিল্পরীতি', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, ২য় সংস্করণ অক্টোবর ২০০৮

৪। জহর সেন মজুমদার, 'উপন্যাস সময় সমাজ সংকট', বুকস স্পেস, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩, ১ম প্রকাশ জুলাই, ২০১০
৫। ড. দেবেশকুমার আচার্য, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, ২য়', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২৯/১ কলেজ রো, কলকাতা ৯, ৫ম মুদ্রণ অগস্ট ২০১৬
৬। ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মানদীর মাঝি বিষয় ও আঙ্গিক বিবেচনা', ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা, ২৯/১, কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
৭। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ ১৯৬১

লেখক পরিচিতি :

শেলি সাহা : আসামের বঙাইগাঁও জেলার বীরঝরা কন্যা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপিকা। বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষিকা, পড়াশোনা গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে।